সন্তানের প্রশিক্ষণ

11-February-2021

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ بَلَغَتْنِي صَلَاتُهُ،وَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ،وَكُتِبَتْ لَهُ سِوٰى ذٰلِكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার দরূদ আমার নিকট পৌঁছে যায়, আমি তার জন্য ইস্তিগফার করি আর তাছাড়া তার জন্য দশটি (১০) নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়। **(মু'জাম আওসাত, মান ইসমুহু আহমদ, ১/৪৪৬, নম্বর ১৬৪২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভালো নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট: নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✯ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُ الله! ,تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের আজকের বয়ানের বিষয়বস্তু হলো **"সন্তানের প্রশিক্ষণ"**। মনে রাখবেন! সমাজের সংশোধনে সন্তানের উত্তম প্রশিক্ষণ মেরুদন্ডের ভূমিকা পালন করে, কেননা যখন সন্তান নেককার হবে, ইসলামী শিক্ষা তার আচরণে প্রতিফলিত হবে তখন সমাজ নিরাপত্তা ও প্রশান্তির নমুনা হয়ে যাবে। আজকের বয়ানে আমরা সন্তানের উত্তম প্রশিক্ষণের ব্যাপারে হাদীসে মুবারাকা, পূর্বেকার পিতামাতার সন্তানদের প্রশিক্ষণের ঘটনাবলী এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সম্পর্কে

শুনবো। হায়! আমাদের যেনো সম্পূর্ণ বয়ান ভাল ভাল নিয়্যতে এবং পরিপূর্ণ মনোযোগ সহকারে শুনা নসীব হয়ে যায়। আসুন! একজন নেককার পিতা ও তাঁর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কন্যার একটি ঈমান সতেজকারী ঘটনা শুনি।

শায়খ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রশিক্ষিত কন্যা

হযরত শায়খ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক বড় মুত্তাকী ও পরহেযগার বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর সাহেবজাদী যিনি খুবই সুন্দর ও সুশ্রী হওয়ার পাশাপাশি নেককার ও পরহেযগারও ছিলেন। যখন বিয়ের উপযুক্ত হলো তখন বাদশাহের পক্ষ থেকে সম্পর্কের প্রস্তাব আসলো, কিন্তু হযরত শায়খ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তিন দিনের সময় চেয়ে নিলেন আর মসজিদে মসজিদে ঘুরে কোন উপযুক্ত যুবকের সন্ধান তালাশ লাগলেন। এক যুবকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ল, যে উত্তম রূপে নামায আদায় করছিলো। শায়খ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার বিয়ে হয়েছে? সে বললো: না। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন: বিয়ে করতে চাও? কনে কোরআনে মজিদ পড়ে, নিয়মিত নামায রোযা পালন করে, সুন্দর এবং নেক চরিত্রের অধিকারীনি। সে বললো: আমার সাথে কে সম্পর্ক করবে! হযরত শায়খ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আমি করবো, এই কিছু দিরহাম রাখো! আর এক দিরহামের রুটি, এক দিরহামের তরকারী এবং এক দিরহামের সুগন্ধি কিনে নাও। এভাবে হযরত শায়খ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের নেককার কন্যার বিবাহ এর সাথে পড়িয়ে দিলেন। নববধু যখন বরের ঘরে আসলো, তখন দেখলো, পানির পাত্রের উপর একটি শুকনো রুটি রাখা আছে। সে জিজ্ঞাসা করলো: এই রুটিটি কেন রাখা হয়েছে? বর বললো: এটি গতকালের বাসি রুটি, আমি ইফতারের জন্য রেখে দিয়েছি। একথা শুনে সে ফিরে যেতে প্রস্তুত হলো। তা দেখে বর বললো: আমি জানতাম,

হযরত শায়খ কিরমানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর শাহাজাদী আমার মতো গরীব লোকের ঘরে থাকতে পারবে না। কনে বললো: আমি আপনার দারিদ্রতার (Poverty) কারণে নয় বরং এ জন্যই ফিরে যাচ্ছি, **আল্লাহ পাকের** প্রতি আপনার বিশ্বাস খুবই কম দেখা যাচ্ছে। আমি তো আমার পিতার প্রতি আশ্চর্য হচ্ছি যে, তিনি আপনাকে পবিত্র চরিত্রের অধিকারী এবং নেককার কিভাবে বলে দিলেন! বর এ কথা শুনে খুবই লজ্জিত হলো এবং সে বললো: এই দূর্বলতার জন্য ক্ষমা প্রার্থী। কনে বললো: আপনার অপারগতা আপনিই জনেন, তবে আমি এই ঘরে থাকতে পারবো না, যেখানে এক বেলার খাবার সঞ্চয় করে রাখা হয়েছে, এখন তো হয় আমি থাকবো অথবা এই রুটি। বর সাথে সাথে গিয়ে রুটি দান করে দিলেন।

(রওযুর রিয়াহীন, আল হিকায়াতুস সানিয়া ওয়াত তাসওন বা'দা মিয়াতিন, ১৯৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আশিকানে আউলিয়া! আপনারা শুনলেন তো! যুগের প্রসিদ্ধ ওলী হযরত শায়খ কিরমানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর নয়নের মণিকে কিরূপ উত্তম পদ্ধতিতে মাদানী প্রশিক্ষন দিয়েছেন এবং তাঁর সুশিক্ষিতা কন্যার তাওয়াক্কুলও কিরূপ মহৎ ছিলো, যে নিজের স্বামীর ঘরে সুযোগ সুবিধা এবং ধন সম্পদের আধিক্য না থাকার কারণে অসন্তুষ্ট হননি বরং অভিযোগ করলেন তো এজন্য, ইফতারের জন্য রুটি বাচিঁয়ে কেন রাখা হলো? কেননা তার নিকট এটা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি ছিলো, এই শাহাজাদির এই মাদানী চিন্তাধারা তারই সম্মানিত পিতা হযরত শায়খ কিরমানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মাদানী প্রশিক্ষনের প্রেক্ষিতেই অর্জিত হয়েছে যে, যিনি স্বয়ং মুত্তাকী ও পরহেযগার এবং **আল্লাহ পাকের** উপর পরিপূর্ণ আস্থাশীল বুযুর্গ ছিলেন। সুতরাং তিনি সেইভাবেই তার কন্যার মাদানী প্রশিক্ষণ করেছেন

এবং তাঁর জন্য ইবাদতগুজার পাত্র নির্বাচন করলেন, যেন তাকওয়া ও পরহেযগারীর বরকত তাদের প্রজন্মেও পরিবর্তিত হতে থাকে, কেননা মানুষ যদি নিজে নেককার হয় তবে তার নেকী দ্বারা তার পরবর্তী প্রজন্মও উপকৃত হয়, যেমনটি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** মানুষের নেকী দ্বারা তার সন্তান এবং তার সন্তানের সন্তান, তারও সন্তানদের সন্তানের সংশোধন করে দেন। তার বংশধর ও তার প্রতিবেশীদের মধ্যে তাকে নিরাপত্তা দান করে আর তারা সবাই **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকে পর্দা এবং নিরাপত্তায় থাকে।

(দুররে মনসুর, ৫/৪২২, পারা ১৬, ৮৬ নং আয়াতের পাদটিকা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সমাজে (Society) সন্তানের শিক্ষা দীক্ষার বিষয়ে খুবই উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়, সম্ভবত এর কারণ হলো, পিতামাতা (Parents) স্বয়ং প্রশিক্ষিত নয় এবং যারা নিজেরা শরীয়াতের বিধানাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ আর প্রশিক্ষণের মুখাপেক্ষী তবে তারা অপরকে কিভাবে শিক্ষা দিতে পারে। তাই যখন এই স্বাধীন মানসিকতা সম্পন্ন পিতামাতার কন্যাদের জন্য সম্পর্ক আসতে থাকে, তখন পিতামাতা এই বিষয়ে প্রাধান্য দেয় যে, পাত্র ধনী, বিভিন্ন দুনিয়াবী জ্ঞান বিজ্ঞানের ডিগ্রিধারী এবং আধুনিক পরিবারের সন্তান কিনা, চাই তো নামায এক ওয়াক্তও না পড়ুক, যদিওবা ফাসিক ও ফাজির (অর্থাৎ প্রকাশ্যে গুনাহ সম্পাদনকারী) হোক, হারাম উপার্জন করুক, লোকদের ধোঁকা দেয়াতে প্রসিদ্ধ হোক, দ্বীনের প্রয়োজনীয় মাসআলাও না জানুক, মোটকথা বেআমলীর পরিপূর্ণ নমুনাই হোক না কেন, আর যদি কেউ এমন ছেলেকে বিবাহের পরামর্শ দেয় যে, যার আয় (Income) সামান্য, যদিওবা ১০০%

হালাল, স্ত্রীর অধিকার (Rights) আদায় করতেও সক্ষম, মুত্তাকী ও পরহেযগার এবং দ্বীনদার, জ্ঞান ও আমল, লজ্জাশীল এবং সুন্নাতের অনুসারী, **খোদাভীতি ও ইশকে মুস্তফা**র দৌলতে পরিপূর্ণ, মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, ক্বারী বা মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত তবে مَعَاذَ الله (**আল্লাহ**র পানাহ!) এর সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বাক্যালাপ করা হয়ে থাকে যে, **"আরে! একে বিয়ে করলে তো আমার মেয়ে না খেয়ে মরবে", "ঘরে তো বন্দি করে রাখবে", "মাথা থেকে পা পর্যন্ত বোরকা পরিয়ে রাখবে"**। مَعَاذَ الله

মনে রাখবেন! ভাল পিতা-মাতা সর্বদা নিজের বোন ও কন্যার জন্য দ্বীনদার ব্যক্তিই (Religious) খুঁজতে থাকে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও দ্বীনদার ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন, যেমনটি

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমাকে ঐ ব্যক্তি বিবাহের বার্তা পাঠায়, যার দ্বীনদারী ও চরিত্র তুমি পছন্দ করো তবে বিয়ে দিয়ে দাও, যদি তা না করো তবে জমিনে ফিতনা ও দীর্ঘ ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়ে যাবে। **(তিরমিযী, ২/৩৪৪, হাদীস নং-১০৮৬)**

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: অর্থাৎ যখন তোমাদের কন্যার জন্য দ্বীনদার ও ভদ্র আচার আচরণ বিশিষ্ট ছেলে পেয়ে যাও তবে শুধুমাত্র সম্পদের লোভে ও লাখপতির অপেক্ষায় যুবতী কন্যার বিয়েতে দেরী করো না, এ জন্যই যে, যদি ধনীর অপেক্ষায় কন্যাদের বিবাহ না দেয়া হয় তবে একদিকে অনেক কুমারী মেয়ে বসেই থাকবে আর অপরদিকে অনেক ছেলে অবিবাহিত রয়ে যাবে, যার কারণে

অপকর্ম ছড়িয়ে পড়বে আর অপকর্মের কারণে মেয়ের পরিবার লজ্জায় পড়ে যাবে, পরিনতি এরূপ হবে যে, বংশ পরস্পর ঝগড়া করবে, হত্যাযজ্ঞ হবে, যা আজকাল প্রকাশ হচ্ছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৫/৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! বর্তমানে সমস্ত চেষ্টা শুধুমাত্র সন্তানের দুনিয়াবী শিক্ষার জন্য করা হয়ে থাকে, দ্বীনি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দিকে কোন মনোযোগ দেয়া হয়না, সন্তানকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং পাইলট বানানোর স্বপ্ন তো সকল পিতামাতা দেখে থাকে কিন্তু সন্তানকে হাফিযে কোরআন বানানো, আলিম ও মুফতী বানানোর পিতামাতা এখন অনেক কমে গেছে। সন্তানকে ফ্যাশনেবল ও মর্ডান জীবন অতিবাহিত করতে দেখা পিতামাতার অনেক বড় শখ, কিন্তু **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করতে দেখার স্বপ্ন যদি পিতামাতার মনে থাকতো। এরূপ পিতামাতা ঠান্ডা মাথায় ভাবুন তো, সন্তানকে ঐ অবস্থায় পৌঁছাতে তাদের কোন ভূমিকা রয়েছে নাকি নেই? যদি প্রথম থেকেই সন্তানকে দুনিয়াবী শিক্ষার পাশাপাশি দ্বীনি শিক্ষাও দেয়া হতো সম্ভবত আজ এই দিন দেখতে হতো না। যাইহোক, বর্তমানের এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে নিজের সন্তানদের দ্বীনি প্রশিক্ষণ প্রদান খুবই জরুরী, অন্যথায় দুনিয়ার পাশাপাশি আখিরাতেও ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। নিজের সন্তানদের উত্তম প্রশিক্ষণের ব্যাপারে কোরআনে করীমে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

সন্তানের প্রশিক্ষণ ও কোরআনে করীম

২৮তম পারা সূরা তাহরীমের ৬নং আয়াতের **আল্লাহ রাব্বুল আলামীন** ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

(পারা: ২৮, সূরা: আত্তাহরীম, আয়াত: ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর।

হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে করীমার আলোকে তাফসীরে দুররে মনসুরে বলেন: যখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই আয়াতে মুবারাকা তিলাওয়াত করলেন: তখন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা নিজেদের পরিবারবর্গকে কিভাবে আগুন থেকে বাঁচাতে পারি? তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তাদেরকে ঐ কাজের আদেশ দাও, যা **আল্লাহ পাকের** পছন্দনীয় আর ঐ কাজ থেকে নিষেধ করো, যা **আল্লাহ পাকের** অপছন্দনীয়। (দুররে মনসুর, ৮/২২৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত আয়াতে করীমা ও এর তাফসীর থেকে জানতে পারলাম, যেভাবে আমাদের নিজেদের সংশোধন জরুরী, তেমনি সন্তানের ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়াও আবশ্যক, অতএব প্রত্যেকের উচিৎ, তারা তাদের সন্তান ও পরিবারের সদস্য যারা তার অধিনস্ত রয়েছে তাদের সবাইকে ইসলামী আহকাম শিক্ষা দেয়া। এভাবে ইসলামী শিক্ষার ছায়াতলে তাদের প্রশিক্ষিত করুন যাতে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে সফল হয়ে যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চুগলখোরী, লৌকিকতা, ধোঁকাবাজি এবং গীবত এমন জিনিষ যে, বাল্যকাল থেকেই সন্তানকে তা থেকে বাঁচার উৎসাহ দেয়া উচিৎ, কেননা যদিও নাবালিগ শিশুদের এর গুনাহ নেই কিন্তু অনেক সময় এই বাল্যকালের অভ্যাস এমন দৃঢ় হয়ে যায় যে, বড় হওয়ার পরও তা থেকে বাঁচা কঠিন হয়ে যায়, বিশেষ করে চুগলখোরী এবং গীবত তো ঐ বিষয়, যা ভাইকে বোন থেকে, বোনকে ভাই থেকে আর সন্তানকে পিতামাতা থেকেও পৃথক করে দেয়। এর কারণেই বংশে ফাটল ধরে এমনকি লড়াই ঝগড়াও শুরু হয়ে যায়, অতএব আমাদের উচিৎ, নিজেও গীবত ও চুগলখোরী থেকে বেঁচে থাকা এবং নিজের সন্তানকেও তা থেকে বাঁচার উৎসাহ দেয়া। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে গীবত ও চুগলখোরী সম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবন করি:

১. গীবত, চুগলখোরী ও নির্দোষ লোকের দোষ অন্বেষণকারীদের **আল্লাহ পাক** (কিয়ামতের দিন) কুকুরের আকৃতিতে তুলবেন।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল আদব, ৩/৩২৫, হাদীস ১০)

২. গীবত ও চুগলখোরী ঈমানকে এমনভাবে কেটে দেয়, যেমনিভাবে রাখাল বৃক্ষকে কেটে দেয়।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল আদব, ৩/৩৩২, হাদীস ২৮)

৩. চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। **(বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪/১১৫, হাদীস ৬০৫৬)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে এবং জান্নাতের উত্তম নেয়ামত পেতে নিজেকে ও নিজের সন্তানকে গীবত, চুগলীর পাশাপাশি অন্যান্য গুনাহে ভরা কাজ থেকে বাঁচান, নিজের সন্তানকে মিথ্যা, গালাগালি, মুসলমানকে ধোঁকা দেয়া থেকে বাঁচার এবং নামায পড়ার উৎসাহ দিন। তাদেরকে সুন্নাতের উপর আমল করা এবং বড়দের আদব ও সম্মান করার শিষ্টাচার শিখান, কোরআনে করীমের

তিলাওয়াতের অভ্যস্ত বানান এবং অন্যের সাথে সর্বদা সদাচরণ করার শিক্ষা দিন। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে ও আমাদের সন্তানদেরকে দ্বীনে মতীনের অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার এবং দ্বীনে ইসলামের উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে থাকার তৌফিক দান করুক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে আউলিয়া! সন্তানের সুশিক্ষা সম্পর্কে বুযুর্গানে দ্বীন ও পূর্ববর্তী মুসলমানদের রীতিনীতি আমাদের জন্য পথ প্রদর্শক। কেননা এই মনিষীরা সন্তানের সুশিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত ছিলেন এবং সন্তানের ন্যায় নেয়ামতের সঠিক গুণগ্রাহীও ছিলেন, কেননা স্বয়ং তাঁদের লালন পালনও তো কোন নেক চরিত্রবান পিতামাতার তত্বাবধানেই হয়েছিলো, এই মনিষীরা নিজেরও নেকীর প্রতি আগ্রহী এবং নিজের সন্তানদেরও নেকীর পথে চালিত হওয়ার উৎসাহ দিতেন, এই কারণেই যে, তাদের সন্তানরা একান্ত অনুগত, চোখের শীতলতা, মনের প্রশান্তি হতো এবং সমাজে তাদের নাম উজ্জল করতো। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে দু'টি ঈমান সতেজকারী ঘটনা শ্রবণ করি।

(১) গ্রাম্য মহিলার উপদেশ

হযরত ইমাম আছমায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি একজন গ্রাম্য মহিলা দেখলাম, যিনি তার সন্তানকে উপদেশ দিচ্ছিলেন: পুত্র! আমলের তৌফিক **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকেই আসে আর আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি: ✯ চুগলখোরি করা থেকে বিরত থেকো, কেননা এটি দু'টি গোত্রে শত্রুতা সৃষ্টি করে দেয়, বন্ধুদের পৃথক করে দেয়। ✯ মানুষের দোষ ত্রুটির সন্ধানে থাকা থেকে বিরত থেকো, যেন তুমি ত্রুটিযুক্ত হয়ে না

যাও। ✯ ইবাদতে লৌকিকতা করো না। ✯ সম্পদ খরচ করতে কৃপণতা থেকে বেঁচে থেকো। ✯ অপরের পরিনতি থেকে শিক্ষা অর্জন করো। ✯ মানুষের যে কাজ তোমার ভাল লাগে তার উপর আমল করো আর তাদের যে কাজ তোমার খারাপ মনে হয় তা থেকে বেঁচে থেকো, কেননা মানুষ নিজের দোষ দেখে না। অতঃপর সেই মহিলা চুপ হয়ে গেলেন, তখন আমি বললাম: হে গ্রাম্য মহিলা! তোমাকে **আল্লাহ**র শপথ! আরো উপদেশ দাও। সে জিজ্ঞাসা করলো: হে শহরের অধিবাসী! তোমার কি একজন গ্রাম্য মহিলার কথা ভাল লাগলো? আমি বললাম: **আল্লাহ**র শপথ! ভাল লেগেছে। তখন সে বললো: ✯ পুত্র! ধোঁকা দেয়া থেকে বিরত থেকো, কেননা তুমি মানুষের সাথে যে ব্যবহার করো, ধোঁকা দেয়া এর মধ্যে একেবারে নিকৃষ্ট। ✯ দানশীলতা, ইলম, নম্রতা এবং লজ্জাশীলতা অবলম্বন করো আর এখন আমি তোমাকে **আল্লাহ পাকে**র নিকট সমর্পন করছি, তুমি নিরাপদে থাকো, **আল্লাহ পাক** তোমার প্রতি দয়া করুক। ✯ মনে রাখবেন, মুসলমান অবস্থায় গীবত করা ৩০ বার অপকর্ম করার চেয়েও মারাত্মক গুনাহ। **(আঁসুয়ো কা দরিয়া, ২৪৯ পৃষ্ঠা)**

মরহুম হাজী যমযম আত্তারী ও সন্তানের সুশিক্ষা

মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**, মারকাযি মজলিশে শূরার সদস্য হাজী আবু জুনাঈদ যমযম রযা আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সন্তানের আম্মাজানের বর্ণনা কিছুটা এরূপ: মরহুম তাঁর সন্তানদের খুবই ভালবাসতেন, কন্যারা বাড়ি এলে তাদের সাথে দেখা করার জন্য শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঘরে চলে আসতেন। কারো ভুল সংশোধন করে দেওয়ার জন্য কণ্ঠস্বর সামান্য কঠোর করলেও তৎক্ষণাৎ তার ব্যাখ্যাও করে দিতেন। বলতেন: **"আমি আখিরাতে নাজাত পাওয়ার**

উদ্দেশ্যে এবং তোমাদের উপকারের জন্য বুঝাচ্ছি।” আহার করার সময় সন্তানদের মাধ্যমে দোয়া পড়াতেন। সুন্নাত অনুযায়ী আহার করার ব্যবস্থা করতেন। যথাসম্ভব পুত্র সন্তানদেরকে নামাযের জন্য সাথে নিয়ে যেতেন, মাদানী কাফেলায় সফরে যাবার সময় নামাযের জন্য তাগাদা দিয়ে যেতেন এবং সফরে গিয়েও SMS এর মাধ্যমে খবরাখবর নিতেন, নামায আদায় করেছে কি না? অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি বড় সন্তানকে বলেছিলেন: “আমি একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই اِنْ شَآءَ الله আমরা দুইজন মাদানী কাফেলায় সফর করবো। সন্তানকে মোবাইল না দেয়ার জন্য এই মনমানসিকতা তৈরি করে দিয়েছিলেন যে, বাপা (অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) ছোট ছেলেদেরকে মোবাইল দিতে নিষেধ করেছেন, তাই আমি তোমাকে মোবাইল কিনে দেব না। **(মাহবুবে আত্তার কি ১২২ হিকায়াত, ১৩ পৃষ্ঠা)**

হে আশিকানে রাসূল! বর্ণনাকৃত ঘটনায় পিতামাতা ও সন্তানের জন্য উপদেশ মূলক মাদানী ফুল রয়েছে। এটা সত্য যে, ভাল পিতামাতারা সন্তানের মাদানী প্রশিক্ষণ দেয়া থেকে কখনো উদাসীন হয় না বরং তাদেরকে নসিহতের মাদানী ফুলের সুগন্ধি দ্বারা সুবাসিত রাখে এবং তাদের সংশোধনের চেষ্টা করেন, যদি তারা নিজেরা নামাযী, মাদানী কাফেলার মুসাফির, নেক আমলের এবং সুন্নাতের অনুসারী হয় তবে নিজের সন্তানদেরও মাদানী কাজে উৎসাহ দিয়ে থাকে আর তাদের থেকে জিজ্ঞাসাবাদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। যাই হোক! এখন এর সিদ্ধান্ত পিতামাতাকেই নিতে হবে যে, সন্তানের সুশিক্ষার দায়িত্ব পালন করে সন্তানকে নিজের জন্য সদকায়ে জারিয়ার মাধ্যম বানাবে, নাকি তাদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে নিজের আখিরাত ধ্বংসের পায়তারা করবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার ভূল ব্যবহার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Social Media) এর যে চারিত্রিক ও সামাজিক ক্ষতি রয়েছে তা সকল বিবেকবান ব্যক্তিই ভালভাবে অবগত, একটি সময় ছিলো যে, টিভি ও সিনেমার ক্ষতিকর প্রভাব এবং ভয়ঙ্কর পরিনতি সমাজের (Society) জন্য খুবই চিন্তার বিষয় ছিলো আর টেলিভিশনকে স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর ঘোষণা করা হয়েছিলো, কিন্তু আজ মোবাইল ও ইন্টারনেট সবচেয়ে বেশী স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ এবং চরিত্রকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। পিতামাতার উচিৎ, নিজের সন্তানের অনুসরন ও গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখার পাশাপাশি কৌশলে তাদের মাদানী প্রশিক্ষনও দেয়া, বিশেষ করে যে শিশু এখনো ছোট, **আল্লাহ**র দোহাই, তাদের মোবাইল ও ইন্টারনেটের ভয়াবহতা থেকে বাঁচান, নয়তো এমন যেন না হয় যে, সেই কচি শিশুর চরিত্র এখন থেকেই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে গেছে। যদি এরূপ হয়ও, তবে বিশ্বাস করুন যে, এই সন্তান ও পিতামাতা উভয়েরই সর্বস্থানে অপমান ও অপদস্ততার সম্মুখীন হতে পারে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সন্তানের উত্তম প্রশিক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী পিতামাতার তাদের সন্তানের প্রশিক্ষণের ঘটনা এবং প্রশিক্ষণ না করার ক্ষতিসমূহ শুনে হয়তো আমাদের অন্তরেও আমাদের সন্তানের উত্তম প্রশিক্ষণের মানসিকতা তৈরী হয়েছে, কিন্তু মনে এই প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, নিজের সন্তানের উত্তম প্রশিক্ষণ করার এমন কোন পদ্ধতি রয়েছে, যার উপর আমল করে আমরা আমাদের

সন্তানের উত্তম প্রশিক্ষণ করতে পারি? তাই আসুন! সন্তানের উত্তম প্রশিক্ষণের কয়েকটি পদ্ধতি শুনি, যার উপর আমল করে আমরা আমাদের সন্তানকে সমাজের একজন ভাল মানুষ বানাতে পারি।

(১) আল্লাহ পাকের নাম শিখান

যখন সন্তান কিছুটা বুদ্ধিমান হয়ে যাবে আর কথা বলতে শুরু করবে তখন সর্বপ্রথম তার খালিক ও মালিকের নাম **"আল্লাহ"** শিখান আর এই বিষয়ে চেষ্টা করুন যে, তার মুখ থেকে সর্বপ্রথম কলেমায়ে তৈয়্যবাই বের হোক।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিজের সন্তানদের মুখ দিয়ে সর্বপ্রথম لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ বলাও।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হুকুকুল আওলাদ, ৬/৩৯৭, হাদীস ৮৬৪৯)

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরাও সন্তানদেরকে **আল্লাহ পাকের** নাম শিখাতেন এবং তাঁদের এটাই চেষ্টা হতো যে, **আল্লাহ পাকের** নাম তাদের মুখে এমনভাবে প্রকাশ হোক যেন, সারা জীবন এই নামকেই নিজের ওযীফ বানিয়ে নেয়।

হযরত সাহাল বিন আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৩ বছর বয়সেই নিজের মামার সাথে ইবাদত করতেন, তাঁর মামা বললেন: প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর পূর্বে এই বাক্যটি একবার পাঠ করো: اَللّٰهُ مَعِیَ اَللّٰهُ نَاظِرِیْ اَللّٰهُ شَاهِدِیْ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আমার সাথেই রয়েছেন, **আল্লাহ পাক** আমাকে দেখছেন, **আল্লাহ পাক** আমার সাক্ষী। যখন তিনি এর উপর আমলকারী হয়ে যান, তখন বললেন: এবার এটি প্রতিদিন ৭বার পাঠ করো। যখন ৭বার পাঠ করাতেও আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তখন এর

সংখ্যা ১৫বার করে দিলেন। অতঃপর তিনি সারা জীবন এই ওযীফাই করতে থাকেন। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ২২৮ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه বুযুর্গানে দ্বীনের সহচর্যে প্রশিক্ষিত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর নাতনীর জন্য পরিবারের সকলকে বলে রেখেছিলেন যে, তার সামনে **"আল্লাহ আল্লাহ"** করতে থাকবে যাতে তার মুখে প্রথম শব্দ **"আল্লাহ"** বের হয় এবং যখন তাকে তাঁর দরবারে আনা হতো তখন তিনি নিজেও তার সামনে **আল্লাহ পাকের** যিকির করতেন। যখন তাঁর নাতনী কথা বলতে শুরু করে তখন মুখ থেকে সর্বপ্রথম শব্দ **"আল্লাহ"** ই বললো।

(২) শিশুদেরকে প্রিয় নবী ও সাহাবীদের ঘটনাবলী শুনান

শিশু উত্তম প্রশিক্ষণের আরেকটি মাধ্যম হলো, নিজের সন্তানকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর ঘটনাবলী শুনানো! এর বরকতে শিশুদের মনে ইশকে রাসূল এবং সাহাবায়ে কিরামের ভালবাসা সৃষ্টি হবে, আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে একটি ঘটনা শুনি:

সাহাবী হওয়ার আগ্রহ কিভাবে সৃষ্টি হবে?

একদিন স্কুলে শিক্ষক ছোট্ট শিশুদের জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলো যে, তুমি বড় হয়ে কি হবে? কেউ বললো: আমি ডাক্তার হবো। কেউ বললো: আমি ইঞ্জিনিয়ার হবো। কেউ বললো: আমি স্কুলের টিচার হবো। যখন শিক্ষক আসলামকে জিজ্ঞাসা করলো: তুমি কি হবে? তখন আসলাম বললো: আমি বড় হয়ে সাহাবী হবো। শিক্ষক বললো: বৎস! তুমি কি জানো সাহাবী কাকে বলে? উত্তর দিলো: না। তখন শিক্ষক বললো: তাহলে তোমার সাহাবী হওয়ার আগ্রহ কেন হলো? তখন সে বলতে

লাগলো: আমার আম্মাজান রাতে প্রতিদিন আমাকে সাহাবীদের কাহিনী শুনান, যার কারণে আমার মনে সাহাবী হওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে গেছে।

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি হলো "এলাকায়ী দাওরা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! শিশুদের বুযুর্গানে দ্বীনদের ঘটনাবলী শুনানোর কিরূপ মহান বরকত প্রকাশ পায়, অতএব আমাদেরও উচিৎ আমাদের সন্তানদেরকে বুযুর্গানে দ্বীনের জীবনী এবং তাঁদের কৃতিত্ব সমূহ সম্পর্কে জানাতে থাকা এবং তাঁদেরকে এমন একটি পরিবেশ প্রদান করা উচিৎ, যেখানে বুযুর্গানে দ্বীনের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। اَلْحَمْدُلِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** হলো ফয়যানে আম্বিয়া, ফয়যানে সাহাবা এবং ফয়যানে আহলে বাইত, অতএব আপনারাও স্বয়ং এই পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং নিজের সন্তানদেরকেও এই পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করে নিন, তাছাড়া যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে অংশগ্রহনকারী হয়ে যান।

মনে রাখবেন! যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো "**এলাকায়ী দাওরা**"। এই দ্বীনি কাজের অসংখ্য উপকারীতা রয়েছে, যেমন মসজিদ পূর্ণ থাকে, এলাকায় ব্যাপকভাবে দ্বীনি কাজ প্রসারিত হয়, নতুন নতুন ইসলামী ভাই দ্বীনি পরিবেশের সংস্পর্শে আসে, বেনামাযীকে নামাযী বানানোর সৌভাগ্য নসীব হয়। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়ার অংশীদার এবং নেকীর দাওয়াত দেয়ার সুযোগ হয়। আসুন" উৎসাহ গ্রহনার্থে "**এলাকায়ী দাওরা**" এর একটি ঘটনা শুনি।

মসজিদ আবাদ হয়ে গেলো

এক ইসলামী ভাইয়ের কাফেলা মুর্শিদের দেশের একটি শহরের মসজিদে পৌঁছলো। দরজায় তালা লাগানো ছিলো, দরজা খোলা হলে দেখা গেলো যে, চারিদিকে ধুলোবালিতে ভরা, এমন মনে হচ্ছিলো যেনো অনেকদিন ধরে মসজিদ বন্ধ হয়ে আছে, তারা মিলেমিশে পরিস্কার করলো, আসরের নামাযের পর এলাকায়ী দাওরা করার জন্য খেলার মাঠে পৌঁছলো এবং খেলায় রত যুবকদেরকে নেকীর দাওয়াত দিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه অনেক যুবক সাথে সাথেই তাদের সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। মসজিদে এসে তাদের সাথে নামায পড়ার এবং সুন্নাতে ভরা বয়ান শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলো, তাদের ইনফিরাদী কৌশিশে তারা মসজিদটিকে আবাদ করার নিয়্যত করে নিলো। এই দৃশ্য দেখে সেখানে উপস্থিত এক বয়স্ক লোক বলতে লাগলো: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজ আশিকানে রাসূল ও এলাকায়ী দাওরার বরকতে এই মসজিদ আবাদ হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শিশুদের মস্তিষ্ক খালি থাকে, আমরা যেভাবে চাই তাদের মস্তিষ্ককে পূর্ণ করতে পারি। যদি আমরা আমাদের সন্তানকে এই মহান মনিষীদের নূরানী জীবনি, নামাযের প্রতি ভালবাসা, কোরআনের তিলাওয়াত এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার ঘটনাবলী শুনাই তবে নিশ্চয় আমাদের সন্তানদের অন্তরে ইশ্‌কে রাসূল, নামাযের প্রতি ভালবাসা এবং কোরআন তিলাওয়াতের মানসিকতা সৃষ্টি হবে। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে এই বিষয়ে আমল করার তৌফিক দান করুক।

(৩) সন্তানকে কোরআন শিখান

সন্তানের উত্তম প্রশিক্ষণের তৃতীয় পদ্ধতি হলো, তাদেরকে দুনিয়াবী শিক্ষার পাশাপশি দ্বীনি শিক্ষা এবং বিশেষকরে কোরআনে করীমের শিক্ষাও দিন, কেননা দুনিয়াবী শিক্ষার উপকারীতা শুধুমাত্র দুনিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে আর দ্বীনি শিক্ষার উপকারীতা কবর ও আখিরাতেও পাওয়া যাবে। কোরআন একটি নূর, যদি শিশুদের মন ও মনন কোরআনের আলোতে আলোকিত হয়ে যায় তবে এর বরকতে তাদের বাতিনও আলোকিত হয়ে যাবে। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের সন্তানদের কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করা লোকদের জন্য অনেক সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

সন্তানকে কোরআন শিখানোর ফযীলত

নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দুনিয়ায় তার সন্তানকে কোরআনে করীম পাঠ করা শিখাবে, তবে কিয়ামতের দিন জান্নাতে সেই ব্যক্তিকে একটি মুকুট পরিধান করানো হবে, যার কারণে জান্নাতবাসীরা জেনে যাবে যে, এই ব্যক্তি দুনিয়ায় তার সন্তানকে কোরআনে করীমের শিক্ষা দিয়েছিলো। (মু'জাম আওসাত, ১/৪০, হাদীস ৯৬)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোরআনে করীম পাঠ করলো, তা শিখলো এবং এর উপর আমল করলো তবে তার পিতামাতাকে কিয়ামতের দিন নূরের এমন মুকুট পরিধান করানো হবে, যার উজ্জলতা সূর্যের ন্যায় হবে এবং তার পিতামাতাকে দু'টি পোশাক পরিধান করানো হবে, যার মূল্য এই দুনিয়া আদায় করতে পারবে না। তারা জিজ্ঞাসা করবে: আমাদেরকে এই পোশাক কেন পরিধান করা

হয়েছে? তাদেরকে বলা হবে: তোমাদের সন্তানের কোরআনকে আকঁড়ে ধরার কারণে। (মুস্তাদরিক, কিতাবুল ফাযায়িলিল কোরআন, ২/২৭৮, হাদীস ২১৩২)

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি তার সন্তানকে কোরআনে করীমের নাজারা শিখালো, এর কারণে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (মু'জাম আওসাত, ১/৫২৪, হাদীস ১৯৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) ঘরের পরিবেশ উত্তম বানান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত সকল পদ্ধতি অনুযায়ী সন্তানকে প্রশিক্ষিত করতে আমাদেরকে ঘরের পরিবেশকেও উত্তম বানাতে হবে, নিজেকেসহ পরিবারের সকলকে নামায ও কোরআন তিলাওয়াতের অভ্যস্ত হতে হবে, কেননা ঘরের পরিবেশ হলো সন্তানের সুশিক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, সন্তানের অধিকাংশ সময় পিতামাতার সাথেই অতিবাহিত হয়, অতএব তাদের উচিৎ, তারা যেন নেককার, নিয়মিত নামায ও কোরআন তিলাওয়াতের অভ্যস্ত হয়, তবে সন্তানদের মাঝেও এই অভ্যাস সৃষ্টি হবে। এই সকল অভ্যাসকে নিজের সত্তার অংশ বানানোর জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, প্রতি বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করুন, ঘরে মাদানী চ্যানেল চালান, প্রতি সপ্তাহে হওয়া মাদানী মুযাকারা দেখান বা শুনান এবং ঘর দরস শুরু করে দিন, اِنْ شَآءَ الله শুধু আপনার সন্তানরা নয় বরং ঘরের অন্যান্যরাও নেককার হয়ে যাবে।

ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ বিভাগ

اَلْحَمْدُلِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে দ্বীনের খেদমতে ১০৯টি বিভাগে সুন্নাতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি হলো **"ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ বিভাগ"**। মনে রাখবেন! ব্যবসা এমন একটি বিভাগ, যা প্রতিটি দেশের মেরুদন্ডের ভূমিকা পালন করে বরং অনেক দেশের অর্থনীতি নির্ভর করে এই ব্যবসার উপর, কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বের কারণে আজ অধিকাংশ মুসলমান ব্যবসার ইসলামী মূলনীতির উপর আমল করা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। এই কারণেই আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে **"ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ বিভাগ"** প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার কাজ হলো ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত মানুষকে ব্যবসার সম্পর্কীত ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে অবহিত করা, তাদের মধ্যে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর বার্তাকে প্রসার করা এবং তাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করে বাজারে দ্বীনি পরিবেশ বানানোর জন্য মসজিদ বা যেকোন উপযুক্ত স্থানে দরসের ব্যবস্থা করা, যাতে চৌক দরস বলা হয়। মাদানী চ্যানেলে একটি ব্যবসায়ীক তথ্যমূলক অনুষ্ঠান **"আহকামে তিজারত"** নামে সম্প্রচার হয়ে থাকে, বড় বড় মার্কেট, শপিংমল ইত্যাদিতে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার ব্যবস্থা করা হয়। ভালবাসা পোষনকারী মিল/ ফ্যাক্টরীর মালিক (Factory Owner) কে মাদানী কাফেলায় সফরের মানসিকতা প্রদান করার পাশাপাশি তাদের অধিনে কাজ করা কর্মচারীদেরও প্রতি মাসে মাদানী কাফেলায় সফর করার উৎসাহ প্রদান করা হয়। ফ্যাক্টরী ও কারখানায় মসজিদ বা ইবাদতখানার

ব্যবস্থা করা হয়, যাতে এই আশিকানে রাসূলরাও নিয়মিত নামায পড়তে পারে। ফ্যাক্টরী ও কারখানার মসজিদ বা ইবাদতখানায় রমযান মাসে তারাবীর নামাযেরও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ব্যবসায়ীদের **"মাসিক ফয়যানে মদীনা"** অধ্যয়ন করার পাশাপাশি এর বাৎসরিক বুকিংয়ের উৎসাহও প্রদান করা হয়। ব্যবসায়ীদেরকে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত থেকে শরয়ী নির্দেশনা নিতে থাকার মানসিকতা প্রদান করা হয়। ব্যবসায়ীদেরকে মার্কেট, শপিংমল ইত্যাদিতেই খন্ডকালিন ফয়যানে নামায কোর্স করারও উৎসাহ প্রদান করা হয় যে, নিজের কাজকর্ম এবং সুবিধা অনুযায়ী সময়ে **"ফয়যানে নামায কোর্স"** করে নিজের নামাযকে বিশুদ্ধ করার সৌভাগ্য অর্জন করুক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, যখন ঘরের পরিবেশ ভাল হবে, ঘরে **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য মূলক কাজ হবে, ঘরে কোরআন তিলাওয়াত এবং নিয়মিত নামায পড়া হবে তখন সন্তানদেরও দ্বীনি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ নসীব হবে।

ঘরের পরিবেশের বরকত

ইমামে আহলে সুন্নাত, আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পবিত্র সত্তাকে দেখে নিন যে, ঘরের পরিবেশ ভাল হওয়ার কারণে তিনি সাড়ে ৪ বছরের ছোট্ট বয়সেই কোরআনে মজীদ নাজারা সম্পন্ন করে নেন। ৬ বছর বয়সে পবিত্র রবিউল আউয়ালের মাসে মিম্বরে দাঁড়িয়ে মিলাদুন্নবী বিষয়ে অনেক বড় এক ইজতিমায় চমৎকার বয়ান করে

ওলামায়ে কিরাম ও মাশায়িখে এজামের প্রশংসা অর্জন করেন। ৬ বছর বয়সেই তিনি বাগদাদ শরীফের দিক নির্ধারণ করে নেন, অতঃপর সারা জীবন গউসে আযমের মোবারক শহরের দিকে কখনো পা প্রসারিত করেননি। নামাযের প্রতি তাঁর খুবই ভালবাসা ছিলো, অতএব পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে তাকবিরে উলার সহিত মসজিদে গিয়ে আদায় করতেন। কখনো কোন মহিলা সামনে পড়ে গেলে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিকে নত করে মাথা ঝুঁকিয়ে নিতেন। ৭ বছর বয়স থেকেই রমজানুল মোবারক মাসের রোযা রাখা শুরু করেন। (ইমাম আহমদ রযার জীবনি, ৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রজবুল মুরাজ্জব মাসের আগমন অতি সন্নিকটে। আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রজবুল মুরজ্জব সম্পর্কে চিঠির সারাংশ শ্রবণ করি।

আত্তারের চিঠি

তিনি বলেন: আমার পক্ষ থেকে সকল ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন, মাদরাসাতুল মদীনা সমূহ ও জমেয়াতুল মদীনা সমূহের শিক্ষকমন্ডলী, শিক্ষার্থী, শিক্ষিকাবৃন্দ ও শিক্ষার্থীনীদের সমীপে কাবা শরীফের আশ পাশ ঘুরে আসা মদীনা শরীফের সবুজ গম্বুজকে চুম্বন করে আসা রজবুল মুরাজ্জব, শাবানুল মুয়ায্যম ও রমযানুল মোবারকের রোযাদারদের বরকতে পরিপূর্ণ খুশীতে আন্দোলিত হওয়া সালাম।

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ عَلٰى كُلِّ حَال

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আরো একবার পুনরায় আনন্দের দিন আসছে, রজবুল মুরাজ্জব মাস আগমনের পথে। এই মোবারক মাসে ইবাদাতের বীজ বপন করা হয়, শাবানুল মুয়ায্যমে অনুশোচনার অশ্রু দ্বারা পানি সেচ দেয়া হয়, আর রমযানুল মোবারকে রহমতের ফসল কাটা হয়।

তিন মাসের রোযা

রজবুল মুরাজ্জবের সম্মান প্রদানকারীগণ! শিখা ও শিখানো এবং হালাল রোজগার যদি প্রতিবন্ধক না হয়, মা বাবাও যদি বারণ না করে, কারো হক ক্ষুন্ন না হয় তবে খুব শীঘ্রই ও দ্রুত ধারাবাহিকভাবে তিন মাস বা রমানুল মোবারকের সকল ফরয রোযার পাশিপাশি যার যতটুকু সম্ভব ততটুকু রোযা রাখার জন্য কোমর বেঁধে প্রস্তুত হয়ে যান, সেহেরী ও ইফতারে কম আহার করে **পেটের কুফ্‌লে মদীনা** লাগিয়ে নিন। হায়! যদি প্রতিটি ঘরে আর আমার সকল মাদরাসাতুল মদীনা ও সকল জামেয়াতুল মদীনায় রোযার বাহার এসে যেতো, ব্যস প্রথম রজব শরীফ থেকেই রোযা রাখার সূচনা করুন।

রজবের প্রথম তিনটি রোযার ফযীলত

রজব শরীফের প্রথম তিনটি রোযার ফযীলতের কথা কি বলবো!

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত: রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "রজবের প্রথম দিনের রোযা তিন বছরের কাফ্‌ফারা আর দ্বিতীয় দিনের রোযা দুই বছরের এবং তৃতীয় দিনের রোযা এক বছরের কাফ্‌ফারা; অতঃপর প্রতি দিনের রোযা এক মাসের কাফ্‌ফারা স্বরূপ।" (জামিউস সগীর, ৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫০৫১)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: যদি পড়েও নেন তবুও এই দু'টি পুস্তিকা (১) **কাফন ফেরত** ও (২) **প্রিয় নবীর মাস** পাঠ করে নিন। প্রতি বছর শাবানুল মুয়াযযম মাসে ফয়যানে সুন্নাত **১ম** খন্ডের অধ্যায় **"ফয়যানে রমযান"**ও অবশ্যই পাঠ করে নিন। সম্ভব হলে ঈদে মেরাজুন্নবীর সাথে সম্পর্ক রেখে **১২৭** বা ২৭টি পুস্তিকা বা সামর্থ্য অনুযায়ী ফয়যানে রমযানও বন্টন করুন এবং অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে রজবুল মুরাজ্জবের ২৭ তারিখ রাতে জশনে মেরাজুন্নবী উপলক্ষ্যে **নাত মাহফিল** (ইজতিমায়ে মেরাজ) এ সকল ইসলামী ভাইয়েরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহন করুন এবং ২৭ রজব শরীফের রোযা রেখে ৬০ মাসের রোযার সাওয়াবের অধিকারী হোন।

সকল ইসলামী ভাই, মাদরাসাতুল মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনা সমূহের ক্বারী সাহেব, শিক্ষকমন্ডলী, নাযিম, শিক্ষার্থীদের সমীপে বিশেষ আরয হলো: দয়া করে! (আমার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরও) যাকাত, ফিতরা, কুরবানির পশুর চামড়া এবং ফান্ড সংগ্রহ করাতে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহন করুন। (ইসলামী বোনেরাও অন্যান্য ইসলামী বোনদের এবং মুহরিমদেরকে ফান্ড সংগ্রহের উৎসাহ প্রদান করুন) **আল্লাহ**র শপথ! আমার ঐ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ব্যাপারে শুনে অনেক আনন্দ অনুভূত হয়, যারা নিজের গ্রাম বা শহরে যাওয়ার ইচ্ছাকে কুরবানী দিয়ে রমযানুল মুবারক জামেয়ায় কাটায় এবং নিজের মজলিশের নির্দেশনা অনুযায়ী চাঁদার স্টলে দায়িত্ব পালন করে। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জুতা পরিধানের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে জুতা পরিধানের সুন্নাত ও আদব শ্রবন করি। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (১) অধিকহারে জুতা ব্যবহার করো, কেননা মানুষ যতক্ষণ জুতা ব্যবহার করতে থাকে, সে আরোহী অবস্থায় থাকে। (অর্থাৎ কম ক্লান্ত হয়)। (মুসলিম, ১১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস ২০৯৬) (২) জুতা পরার পূর্বে ঝেড়ে নিন যাতে পোকা বা কংকর ইত্যাদি বের হয়ে যায়। (৩) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করে, তবে ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত এবং যখনই খুলে তবে বাম দিক থেকে শুরু করা উচিত, যাতে ডান পায়ের জুতা পরার সময় প্রথমে এবং খোলার সময় শেষে হয়।"

(বুখারী, ৪/৬৫, হাদীস ৫৮৫৫)

ঘোষণা

জুতা পরিধান করার অবশিষ্ট অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য

সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।”

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**ঃ** যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**